যথা—হে রাজন্! এই শ্রীভগবৎপ্রোক্ত ভগবন্নামসাধনপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ব্রহ্মসম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ববেদতুল্য। অথবা যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্ম অনুভব লাভ হয়, এই পুরাণ আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ হইতে দ্বাপর যুগ যে কালের আদিতে এবম্ভুত দ্বাপরান্তে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! হয়ত তুমি মনে করিতে পার যে—সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনার অধ্যয়ন করিবার প্রবৃত্তি কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?” তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—“যদ্যপি আমি নির্গুণ ব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম, তথাপি উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারূপ দূতী কর্ত্তৃক গৃহীতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠায় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি তোমার নিকটে সেই শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গ করিব, যেহেতু তুমি বিষ্ণুর মানুষ। যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধাকারী জন মুকুন্দে সত্বর অহৈতুকী মতি লাভ করিয়া থাকে, এইপ্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের পরম মহিমা উল্লেখ করিয়া তৎপর শ্রীভাগবতকথা প্রারম্ভ করিবার সময়ে শ্রীভক্তিসাধনের বিবিধ অঙ্গ থাকিলেও শ্রীনামকীর্ত্তনই উপদেশ করিয়াছিলেন, যেহেতু সকল সাধনের মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তনই সত্বর শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদন করিয়া দেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই পরম সাধনরূপে ও পরম সাধ্যরূপে শ্রীনামকীর্ত্তনকেই উপদেশ করিয়াছেন—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীধরস্বামীপাদকৃত শ্লোকব্যাখ্যা যথা—সাধকগণের এবং সিদ্ধমহাপুরুষ-গণেরও ইহার অধিক অন্য শ্রেষ্ঠ সাধন নাই, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—“হে রাজন্! যাহারা সকাম, সেই সকল কামী পুরুষগণের এই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সেই সেই কামিত ফলের অব্যভিচারী সাধন। নির্ব্বিদ্যমান অর্থাৎ মুমুক্ষুজনের এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যসাধন। যোগী অর্থাৎ জ্ঞানীগণেরও জ্ঞানসাধনের মুখ্যফল এই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। এ বিষয়ে প্রমাণ উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যক নাই; সেই অভিপ্রায়েই বলিলেন—“নির্ণীতং” অর্থাৎ সংশয় করিবার অবসর নাই। এই নামসঙ্কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত। “নামান্যনন্তস্যহতত্রপঃ পঠন্” ১।৬।২৬ ইত্যাদি শ্লোকে অনন্ত শ্রীভগবানের নাম নির্ল্লজ্জভাবে পাঠ করিবে—ইহা দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার কথাই বলা হইয়াছে। কারণ মনে মনে জপ করাতে কোন লজ্জার অপেক্ষা থাকে না। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনেই ‘কে কি মনে করে’ বলিয়া আশঙ্কা আসিতে পারে।